স্মরণিকা

ডঃ রামদয়াল মুণ্ডা

স্বাধীনতা লাভের আগে থেকে দক্ষিণ বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে আদিবাসীদের স্ব-শাসনের দাবিতে যে শক্তিশালী ঝাড়খণ্ড আন্দোলন চলছিল আশির দশকে তা তীব্র আকার ধারণ করে নতুন ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনে পরিণতি লাভ করে। তখন একাধারে যৌথ আন্দোলনে সামিল আবার পারস্পরিক যুযুধমান ঝাড়খণ্ড দলগুলি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে পিতৃবৎ চরিত্রের কথা ফেলতে পারত না তিনি হলেন ডঃ রামদয়াল মুণ্ডা। ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনে ডঃ মুণ্ডার অবদান অসামান্য। একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, বাদক, নর্তক, বহুভাষাবিদ, লেখক, গবেষক, নৃতত্ত্ববিদ, প্রতিষ্ঠান-সংগঠক ডঃ মুণ্ডা। তাঁর ১৯৩৯ সালে রাঁচী জেলার প্রত্যন্ত দিউরি গ্রামে দরিদ্র মুণ্ডা পরিবারে জন্ম। আমলেশা গ্রামে মিশনারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ। মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার জন্য ৪০ কি.মি. দূরে মহকুমা শহর খুন্তীতে গমন। বীরসা ভগবানের কর্মকান্ডসিক্ত খুন্তীতে থাকার সময় বিদেশি নৃতত্ব গবেষকদের সংস্পর্শে এসে নৃতত্ত্বে অনুরাগ। নৃতত্ত্বে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও আদিবাসী ভাষা নিয়ে পি. এইচ. ডি. করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শিকাগো ও মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। দেশে ফিরে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী ও আঞ্চলিক ভাষা বিভাগের দায়িত্বভার নেওয়া। তারপর রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এর পাশাপাশি ছাত্রাবস্থা থেকে উপাচার্য স্তর অবধি আদিবাসী গান ও নাচের চর্চা ও দলগঠন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আদিবাসী সংস্কৃতির বিকাশের মধ্য দিয়েই আদিবাসীরা বেঁচে থাকবে। তাই আদিবাসীদের জল-জমিন-জঙ্গলের অধিকারের লড়াইয়ের সাথে সাথে ভাষা-নাচ-গান-শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই ঝাড়খণ্ডের গ্রামগুলিতে আদিবাসী আখড়াগুলি পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। মৃত্যুর আগে অবধি 'সারা ভারত আদিবাসী মহাসভার' ব্যানারে সারা দেশের বৈচিত্র্যময় আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি মঞ্চে আনার চেষ্টা করছিলেন। তিনি সঙ্গীত নাটক একাদেমী ও পদ্মশ্রী পুরস্কার পান। তিনি ছিলেন রাজ্যসভার ও জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, রাষ্ট্রপুঞ্জের জনজাতি সংক্রান্ত কার্যানির্বাহী দলের উপদেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক জনজাতি ও আদিবাসী মহাসঙ্ঘের আধিকারিক। আদিবাসীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দীর্ঘ পেটানো চেহারার ও আজানুলম্বিত চুলের অধিকারী ডঃ মুণ্ডাকে সকলের সাথে নাগোরা বাজাতে বাজাতে আর নাচতে দেখা যাবে না।

মামনি রায়সম

অসমিয়া সমাজের জীবন যন্ত্রণা চার দশকের বেশি সময় ধরে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে এঁকে চলেছিলেন ইন্দিরা গোস্বামী ওরফে মামনি রায়সম। সকলের প্রিয় 'বড় দিদি'। বলা হয় মামনি রায়সম যখন বলেন অসমবাসী তখন শোনেন। সারাজীবন বাঙ্ময়ভাবে তিনি নারী ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে এসেছেন। তিন দশকের বেশি হিংসা ও গৃহযুদ্ধের পর অসমে শান্তির বাতাবরণ রচনায় তাঁর ছিল প্রধান ভূমিকা। 'সম্মিলিত জাতীয় আবর্তন' ও 'পিপলস্ কনসালটেটিভ গ্রুপ (PCG)' গড়ে তুলে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় তিনি সরকার ও 'আলফা'কে এক আলোচনার টেবিলে বসাতে সক্ষম হন। ১৯৪২এ কামরূপের ঐতিহ্যময় বৈষ্ণব 'সত্রে'র অধিকারী বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম ও প্রবল ধর্মীয় অনুশাসনে বড় হওয়া। পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত 'দাঁতাল হাতীর উনে খাওয়া হাওদা' বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি ধর্মীয় অনুশাসনে দীর্ণ নারীর যন্ত্রণা প্রস্ফুটিত করেন। শিলং ও গুয়াহাটিতে পড়াশুনা। গোয়ালপাড়ায় শিক্ষকতা, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। সেখানে আধুনিক ভাষা সাহিত্যের প্রধান এবং এমারিটাস অধ্যাপক। বিয়ের মাত্র দুবছরের মধ্যে মাত্র ২৩ বছর বয়সে কাশ্মীরে পথ দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যু। 'রামায়ণ — গঙ্গা টু ব্রহ্মপুত্র', 'মামারে ধারা তরোয়াল আর দুখন উপন্যাস', 'নীলকণ্ঠব্রজ', 'পেজেস স্টেইনড উইথ ব্লাড', 'আধলেখা দস্তাবেজ', 'দি চেনাব'স কারেন্ট' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি সাহিত্য একাদেমী, জ্ঞানপীঠ, প্রিন্স ক্লস এওয়ার্ড, কথা সম্মান, ভারত নির্মাণ সম্মান, ডি. লিট সহ অসংখ্য সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিতা।

বাদল সরকার

অসাধারণ নাট্য ব্যক্তিত্ব যিনি নাটককে রঙ্গমঞ্চ থেকে নিয়ে এসেছিলেন আমজনতার দরবারে, খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিদিনকার লড়াইয়ের ময়দানে। জন্ম ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। পারিবারিক নাম সুধীন্দ্রনাথ। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্নাতক, ইংল্যাণ্ডে টাউন প্ল্যানার রূপে কর্মজীবন। ১৯৬৭-র বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ তাঁর প্রাণে অনুরণন ছড়ায়। উদীয়মান কৃষক সংগ্রামের উপর নৃশংস রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন তাঁকে রক্তাক্ত করে। নাটককে বেছে নেন প্রতিবাদের মাধ্যম হিসাবে। তাঁর হাতে পড়ে নাটক হয়ে ওঠে প্রসেনিয়ামের বাইরে এক জীবন্ত জনপ্রিয় গণমাধ্যম।

১৯৬৭-তেই গড়ে তোলেন 'শতাব্দী' নাট্যগোষ্ঠী। তারপর 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'স্পার্তাকাস', 'মিছিল', 'ভোমা', 'পাগলা ঘোড়া', 'বাসি খবর' প্রভৃতি একটার পর একটা সফল সৃষ্টি নিয়ে গ্রাম নগর মাঠ পাথার বন্দরে ছুটে বেড়ান। পুলিশ-প্রশাসনের রক্ত চক্ষু, রাজনৈতিক গুন্ডাদের আক্রমণ কোন কিছুই তাঁকে টলাতে পারেনি। তাঁর অনন্য নাট্যশৈলী বাংলার গন্ডি পেরিয়ে হিন্দি বলয়ে জনপ্রিয়তা পায়। তাঁর নাটক বহু ভাষায় অনুদিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়। নানাবিধ পট পরিবর্তনের মধ্যেও এই প্রতিভাবান শিল্পী আমৃত্যু ছিলেন আপোষহীন। দু-দুবার পদ্মভূষণ খেতাব ফিরিয়ে দেন। রাজ্যের বাম সরকারের উপেক্ষা সত্বেও বামপন্থা ও প্রগতিশীলতায় আস্থা হারান নি। তিনি যে মানুষের আপনজন ছিলেন।

গুরশরণ সিংহ

পাঞ্জাবের এই অকুতোভয় নাট্য ব্যক্তিত্ব ৮২ বছর বয়সে চলে গেলেন। রেখে গেলেন বিপ্লবী গণনাট্যের এক সমৃদ্ধিশীল ঐতিহ্য, বিখ্যাত 'বাবা বোলতা হ্যায়', 'জঙ্গিরাম কি হাভেলি' 'গাড্ডা' সহ ১৫০ টিরও বেশি নাটক। ১৬ বছর বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। সারাজীবন সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গ্রামীণ সহজ ভাষায় স্থানীয় বিষয় নিয়ে জনপ্রিয় নাটক রচনা করেছেন এবং সেগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে মঞ্চস্থ করে গেছেন। জরুরি অবস্থায় 'মিথ্যা সঙ্ঘর্ষের' নামে হত্যা প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করায় তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়। আবার খালিস্থানী আন্দোলনের সময় সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে তিনি গ্রামে গঞ্জে বিপ্লবী শহীদ ভগৎ সিংহের আদর্শ প্রচার করে বেড়ান। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর হিন্দি বলয়ে ১৯৮৫ তে 'জন সাংস্কৃতিক মঞ্চ' (জ স ম) গঠনের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা, এবং 'জ স ম'-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এছাড়াও তিনি শিল্পাঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ছিলেন 'ইন্ডিয়ান পিপলস্ ফ্রন্টের' জাতীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য।

ড: ভূপেন হাজারিকা

'আমার গানের হাজার শ্রোতা
তোমায় নমস্কার
গানের সভায় তুমিই তো প্রধান অলঙ্কার ...'

চলে গেলেন প্রবাদ প্রতিম সঙ্গীত শিল্পী ড: ভূপেন হাজারিকা।

'এই কাজল কাজল দিঘি আর পদ্মপাতার নাল
দেখি মনে পড়ে হিজল ফুলি আলতা দুলি পা
সেই তো আমার মা চাঁদ উজালি মা ...'

অসমের সংস্কৃতি জগৎ অভিভাবক হারা হল।

'বিস্তীর্ণ দুপাড়ে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে
ও গঙ্গা তুমি বইছ কেন?' ...

তাঁর দীর্ঘজীবনের বিস্তৃত অধ্যায়ে তিনি সমাজ সচেতনতার গানই গেয়ে গেছেন।

'বিমূর্ত ঐ রাত্রি আমার মৌনতা এই সুতোয় বোনা
একটি রঙীন চাদর
সেই চাদরের ভাঁজে ভাঁজে নিঃশ্বাসের ছোঁয়া
আছে ভালবাসার আদর —
দূরের আর্তনাদের নদীর ক্রন্দন কোনো ঘাটে
দুঃখের খেই পেয়েছি আমি আলিঙ্গনের সাগর
সেই সাগরের স্রোতে আছে নিঃশ্বাসেরও ছোঁয়া
আছে ভালবাসার আদর ...'

সারাজীবন ভালোবাসার কথা বলে গেছেন।

'মানুষে মানুহর বাবে
মানুষ মানুষের জন্য
হৃদয় হৃদয়ের জন্য
একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ...'

আর বলে গেছেন শুধু মানুষের কথা।

'আজ জীবন খুঁজে পাবি
ছুটে ছুটে আয় ...'

শুধু জীবনের কথা।

'মোরা যাত্রী এক তরনীর
সহযাত্রী এক ধরণীর ...'

সাম্যের কথা।

'দোলা দোলা
আঁকাবাঁকা পথে মোরা
কাঁধে নিয়ে ছুটে যাই
রাজা মহারাজাদের দোলা
আমাদের জীবনের ঘামে ভেজা শরীরের
বিনিময়ে পথ চলে দোলা ...'

শোষণের ও বৈষম্যের কথা।

'শরৎবাবু খোলা চিঠি দিলাম তোমায়
তোমার গফুর মহেশ এখন কেমন আছে জানিনা

গেল বছর বন্যা হোলো এ বছর খরা
একটুকু ঘাস পায় না মহেশ-
এক মুঠো ভাত খেতে না পায় গফুর-আমিনা —
শরৎবাবু জানিনা আমার এ চিঠি পাবে কি না? ...'

সঙ্কটের কথা।

'সজনী সজনী পদ্মাপাড়ে ছিলাম
সজনী সজনী পদ্মা পার হইলাম
সজনী সজনী চাকরি তো খুঁজেছি
সজনী সজনী ঘর-বাড়ি ছেড়েছি
সজনী সজনী থাকব না আর ফরিদপুরেতে ...'

সমস্যা অভাবের কথা।

'ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ ডম্বরু মেঘে ডাকে ডম্বরু
ঝিকিমিকি বিজলি নাচে
ছোটো ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো মানুষের
ছোটো ছোটো কুটির কাঁপে
ঘুণ ধরা সমাজের অন্যায় ওরা পায়ে দলে যায় ...'

পরিবর্তনের কথা।

'সময়ের অগ্রগতির পক্ষীরাজে চড়ে
যাব আমি নতুন দিগন্তে এই হাসি মুখে
নাই আক্ষেপ কোনো পাওয়া না পাওয়ার
সামনে রয়েছে পথ এগিয়ে যাওয়ার
সত্য কে সারথি আসে দিন আসে রাত বিরামহীন
উড়ন্ত মন মানে না বাঁধা
সূর্য্যকে ধ্যান করে নাচে মন নাচে প্রাণ
আশঙ্কাবিহীন ...'

নতুন পৃথিবীর কথা।

'নতুন পুরুষ নতুন পুরুষ
তুমি নয় ভীরু কাপুরুষ ...'

নতুন মানুষের কথা।

'এখানে বৃষ্টি মুখর লাজুক গাঁয়ে
এসে থেমে গেছে ব্যর্থ ঘড়ির কাঁটা ...'

আশাবাদের কথা।

'শীতের শিশির ভেজা রাতে ...'

প্রকৃতির অপরূপ বর্ণময়তার কথা।

'হস্তীর নাড়ান হস্তীর চাড়ান হস্তীর মাথায় বারি
ও কি ওরো সত্য কইরা কহেন মাহুত ভাই
ঘরে কয়খান নারী
তোমরা গেইলে কি আসিবে ও মাহুত বন্ধু রে ...'

গোয়ালপাড়ার ভাওয়াইয়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন বিরহ যন্ত্রণা।

'একটি কুঁড়ি দুটি পাতা রতনপুর বাগিচা
কোমল কোমল হাত বাড়িয়ে
লছমি আজও দোলে ...'

চা-বাগিচার জীবন সঙ্গীত।

'আমায় ভুল বুঝিস না
মাইয়া ভুল বুঝিস না ...'

বিহুর পাগলা সুরে মনমাতানো সব গান।

'ইবার দিব দালান-কোঠা মা শীতলার কিড়াকাঠি
টাটালগর কারখানাতে করিবো গো চৌকিদারি
ও ও রূপসী করবো তুমার মন খুশী ...'

আদিবাসীদের প্রাণের গান।

'মোর গাঁয়ের সীমানায় পাহাড়ের ওপারে
নিশিথ রাত্রির প্রতিধ্বনি শুনি ...'

মিশমি পাহাড় ভেঙ্গে ডিহাং নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্র রূপে আসাম উপত্যকায় প্রবেশ করেছে, সেই পাহাড়-সমতল-জঙ্গল-আদিবাসী অধ্যুষিত সদিয়ায় এক মধ্যবিত্ত শিক্ষক পরিবারে জন্ম। সুগায়িকা মায়ের লালাবাই, পাহাড়িয়া ও আদিবাসী মেয়েদের গান এবং পাখিদের সুমিষ্ট রব শুনে বড় হওয়া ভূপেন হাজারিকা অসংখ্য গান করেছেন, সুর দিয়েছেন, লিখেছেন, অসমিয়া, বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি বহু ভাষায়। গুয়াহাটি কটন কলেজের স্নাতক, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতোকত্তর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি। অন্যায়ের প্রতিবাদে ইস্তফা। আই. পি. টি.-এর কাজে বম্বে আগমন।

'মৌন রাতি আছে চারিদিকে
দিগন্তে সূর্য্য কোথায়?
প্রভাতী পাখীরা কেন গায় ...।'

তিনি একাধারে গায়ক, সুরকার, গীতিকার, সংস্থাপক, যন্ত্রব্যবস্থাপক, কবি, লেখক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্দ্দেশক, চলচ্চিত্রের সঙ্গীত নির্দ্দেশক, সমাজ কর্মী, সমাজ সংস্কারক, জন-প্রতিনিধি ...। মাত্র ১৩ বছর বয়েসে অসমিয়া চলচ্চিত্রে অভিনয়। বহু জনপ্রিয় অসমিয়া, বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের সংগীত নির্দ্দেশক বা সঙ্গীত পরিচালক।

'রাত্রি তোমার নাম রাত্রি তোমার নাম
অঙ্গে অঙ্গে মধু জোছনা লুকোচুরি করে ...'

একবাক্যে সকলেই স্বীকার করেছেন যে তিনি শঙ্করদেব-জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল পুষ্ট অসমিয়া সংস্কৃতির মূল স্রোতকে অসমের বিস্তৃত বহুত্ব সহজিয়া লোক ও আদিবাসী সংস্কৃতির সাথে সুন্দরভাবে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। অসমিয়া শিল্প-সংস্কৃতির উন্নতধারাকে অবশিষ্ট ভারত ও বিশ্বের কাছে মেলে ধরেছেন।

'আকাশী গঙ্গা খুঁজিনিতো না খুঁজিনি স্বর্ণ অলঙ্কার
নিষ্ঠুর জীবনের সংগ্রামে পেয়েছি প্রেরণা ভালবাসা ...'

৫০-র দশকে অসম যখন জাতিদাঙ্গায় বিদীর্ণ তিনি তখন বিপ্লবী সংস্কৃতি সংগঠক বিষ্ণু রাভা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মঘাই ওঝাদের সঙ্গে সারা অসম ঘুরে গান দিয়ে দাঙ্গা থামিয়েছিলেন। ৬০-র দশকেও হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিহত করেছেন ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা।

'প্রথম না হয় দ্বিতীয় না হয় তৃতীয় শ্রেণীর আমরা সবাই
জীবন রেলের যাত্রীরে ভাই ...'

তিনি জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল, আব্বাসউদ্দীন, বিষ্ণু রাভাদের সাথে কাজ করেছেন। ছিলেন পল রোবসন-পিট শিগার-হ্যারি বেলাফন্টেদের বন্ধু। সলিল চৌধুরী-বলরাজ সহানীদের সহযোদ্ধা। হেমন্ত মুখার্জী, লতা মঙ্গেশকর, প্রতিমা বড়ুয়া, রুণা লায়লা-দের সহশিল্পী। এনেছেন গুলজার, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়দের মরমী কথায় প্রাণের সুর। কল্পনা লাছমি, সাই পরাঞ্জপে, মকবুল ফিদা হুসেন প্রমুখদের চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক।

'মুই এটি যাযাবর
আমি এক যাযাবর
পৃথিবী আমাকে আপন করেছে
ছেড়েছি নিজের ঘর ...'

তিনি ছিলেন এক বিশ্ব পথিক, যিনি শান্তি, সম্প্রীতি ও প্রগতির গান গেয়ে গেছেন।

'জীবন নাটকের নাট্যকার কি বিধাতা পুরুষ
যেই হোক নাটক লেখার মত নেই তার হাত
সে নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে দেখি দিনকে করেছে রাত ...'

ধর্মীয় ও জাতিগত ভেদাভেদ বিশেষ করে নিম্নবর্ণকে অপাংতেয় করে রাখার কূটকৌশল তাকে নতুন সমাজবীক্ষায় উন্নীত করেছে।

'জীবনটা যদি অভিনয় হয় অভিনয় যদি জীবন হয়
আকাশ যদি কাগজ হয় চাঁদটা যদি আসল না হয়
সেই জোছনার কি মানে ...?'

বারবার সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন।

'আগুন ভেবে যাকে কাছে ডাকিনি ...'
মন তবু তারে চায়

অন্য সম্প্রদায়ের হওয়ায় যৌবনের প্রেয়সীকে না পাওয়ার অব্যক্ত যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন গানে।

'প্রেম আমার শত শ্রাবণের বন্যা আনে ...'

গভীর বিরহে প্রবল বেদনা পেয়ে গেছেন।

'আমি ভালোবাসী মানুষকে
তুমি ভালোবাসো আমাকে
আমাদের দুজনের সব ভালোবাসা
বিলিয়ে দাও এই দেশটাকে ...'

পরে কৃতি নারী প্রিয়ংবদা প্যাটেলকে বিবাহ। অসমে গিয়ে যৌথ কাজ শুরু। পুত্র তেজের জন্ম। কিন্তু এই সম্পর্ক টেকে না।

'এক খানা মেঘ ভেসে আসে আকাশে
এক ঝাঁক বুনো হাঁস পথ হারালো
একা একা বসে আছি জানালা পাশে
সে কি আসে যাকে আমি বেসেছি ভালো ...'

নানা ভাঙ্গাগড়া। শোনা যায় প্রতিমা বড়ুয়া, মহারাণী গায়ত্রী দেবীদের সংগে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া।

'চিত্রলেখা চিত্রলেখা চিত্র তুমি আঁকো
চিত্রপটে চিন্তাশীল এক চিন্তানায়ক আঁকো না ...'

মধ্যবয়সে সপ্তদশী গুরু দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্পনায় থিতু হওয়া। তারপর তাদের চল্লিশ বছরের অবিবাহিত দৃঢ় সম্পর্কের আমৃত্যু উদযাপন।

'সবুজ প্রান্তরে তোমার নিরালা ঘরে
বিদায়বেলায় ভেবেছো যে কথা বলবে হয়তো বা ভুলে গেছো...'

অসুস্থতার শেষ বছরগুলিতে কল্পনা লাছমি কর্তৃক মুম্বাইয়ে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা।

'আর ফুল নয় আর মালা নয়
নয় ফাগুনের কোনো কাব্য
মধু রাত নয় মায়া চাঁদ নয়
মানুষের কথা ভাববো, শুধু মানুষের কথা ভাববো ...'

গণ আন্দোলনের পর '৬৭ তে নির্বাচিত হয়ে সংসদের মধ্যে মানুষের কথা বলা। পরে জাতিগত দাঙ্গার বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে, হিংসার বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতায়, জাতীয় ঐক্যের পক্ষে ভূমিকা রাখা।

'সহস্র জনে মোরে প্রশ্ন করে
বেদের মন্ত্র নয় হৃদয়ের মন্ত্র মোর মদিরা ...'

পরে জাতীয়তার পক্ষে যেতে গিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারে সাময়িক ভেসে যাওয়া। জনতা কর্তৃক ওই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান, কিন্তু সার্বিক জনপ্রিয়তা অটুট থাকে। নিজেরও পরবর্তিতে ভুল স্বীকার। পুনরাবৃত্তি না করা।

'গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা,
দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা যমুনা ...।'

আমৃত্যু সুরেলা সঙ্গীতের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন দেশ ও জাতির অভিন্ন ঠিকানা।

'মানসী বিদায় তোমাকে বিদায়
ফুলে মালা চন্দনে সাজিয়ে দিলাম চিতায় ...'

অসমবাসী সহ সমস্ত গুণমুগ্ধ ব্যক্তি এই বর্ণময়, বিশাল মাপের, বহুপ্রতিভাধর জনপ্রিয় গায়ককে অশ্রুসজল চোখে বিদায় জানিয়েছেন। টুপি পরিহিত অনায়াস যন্ত্রসঞ্চালনে সেই আসর মাত করে দেওয়া দীর্ঘাকৃতি অবয়বকে আর কোনো দিন দেখা যাবে না। শোনা যাবে না সেই দরাজ হাসি আর ভুবনবিজয়ী চাপা সুরেলা ব্যারিটোন কণ্ঠকে।

...বিদায় ডঃ ভূপেন হাজারিকা!

নিবেদন : অরণি সেন